গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
ফকিরহাট, বাগেরহাট।

"প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প" বিষয়ক ধারণাপত্র

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী:

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বলতে ছয়টি আদি পেশার মানুষকে বোঝানো হয়েছে। এই ছয়টি পেশা হলো- নাপিত, কামার, কুমার, বাঁশ ও বেত প্রস্তুতকারক, জুতা মেরামত ও প্রস্তুতকারী এবং কাসা-পিতল প্রস্তুতকারী।

প্রকল্পের পটভূমি:

আধুনিক যুগ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির যুগ। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগে এই ছয়টি আদি পেশা আজ বিলুপ্তির পথে। এই ছয়টি আদি পেশাকে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির উপযোগী করে গড়ে তুলে এই পেশার মানুষের আর্থ-সামিাজিক উন্নয়ের লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদফতর "প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প" গ্রহণ করেছে। প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের আটটি জেলায় এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ছয়টি আদি পেশার মোট পরিবারের ৫০% পরিবারকে সরাসরি আর্থিক সহায়তা এবং ১৫% পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

ছয়টি আদি পেশার মানুষকে এই পেশায় দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ এর পাশাপাশি এই পেশার অস্বচ্ছল জনগোষ্ঠীকে এরুকালীন আর্থিক সহায়তা দেবার মাধ্যমে তাদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় ফিরিয়ে আনাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এছাড়া, এই জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার জন্য পেশাভিত্তিক সংগঠন গঠন করে সমাজসেবা অধিদফতর থেকে নিবন্ধনের ব্যবস্থা করা হবে।

প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন পদ্ধতি:

এই প্রকল্পের আওতায় ছয়টি পেশার সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে ওস্তাদ হিসেবে নির্বাচন করে এক এক জন ওস্তাদের অধীনে ০২ জন করে শিক্ষানবীশ প্রশিক্ষণার্থী নিযুক্ত করা হবে এবং এই শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণার্থীরা উক্ত ওস্তাদের অধীনে ০৬ মাস প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করবে। প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণার্থীরা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সনদপত্র লাভ করবে। প্রশিক্ষণার্থীরা যাতে তার প্রশিক্ষণকে কাজে লাগাতে পারে সেজন্য তাদেরকে আর্থিকভাবে সাহায্য প্রদান করে স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

23.10.18